**বাংলায় মোবাইল এসএমএস কার্যক্রম, উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

গণভবন, ঢাকা, মঙ্গলবার, ৯ ফাল্গুন ১৪১৮, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

            আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমরা মোবাইল ফোনে বাংলায় এসএমএস চালু করতে যাচ্ছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে আজকের এ অনুষ্ঠানটি একটি মাইলফলক।

বিশ্বায়নের এ যুগে আমরাও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রয়োগে বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। আমরা দ্রুত একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তাই ডিজিটাল প্রযুক্তিতে মাতৃভাষার ব্যবহারকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি।

আমরা জনকল্যাণে তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছি এবং ২০২১ সালের মধ্যে একটি প্রযুক্তি-বিভেদমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণে এগিয়ে চলেছি।

সুধিমন্ডলী,

১৯৫২ সালের আজকের দিনেই বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ বাংলাকে আধুনিক প্রযুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা বাংলার বিশ্বায়নকে বিস্তৃত করেছি।

এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে জাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বীরের জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছেন। যিনি বাংলাদেশকে একটি আধুনিক, প্রযুক্তি-নির্ভর, সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

স্মরণ করছি, সালাম, বরকত, রফিক, জববার, সফিউরসহ সকল ভাষা সৈনিককে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা দেশের ৬৪টি জেলার জেলা তথ্য বাতায়ন বাংলায় করেছি। বাতায়নে জেলার সকল তথ্য বাংলায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যাতে দেশের সাধারণ মানুষ এর সুফল ভোগ করতে পারে। আমরা জীবন ও জীবিকাভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে বাংলায় জাতীয় ই-তথ্যকোষ তৈরি করেছি। প্রায় এক লক্ষ পৃষ্ঠার এই তথ্য ভান্ডার থেকে জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, মানবাধিকার, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় তথ্য পাচ্ছেন।

আমরা ইউনিয়ন পর্যায়ে ই-সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে ৪৫০১টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করেছি। এ সব সেবাকেন্দ্র থেকে দেশের সাধারণ মানুষ ব্লগের মাধ্যমে তাদের প্রয়োজনটা সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদেরকে জানাতে পারছেন। এই ব্লগ সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে সাধারণ মানুষের একটি সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের '৯৬ সরকারের সময় আমরা মোবাইল ফোনকে মনোপোলি থেকে উন্মুক্ত করি। সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে আনি। এবার আমরা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ই-সেবা প্রদান শুরু করেছি। জনগণ বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস সহ বিভিন্ন বিল মোবাইল ফোনে দিতে পারছেন। কৃষি, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রামের জনগণ বিশেষজ্ঞ সেবা নিতে পারছেন। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে রেজাল্ট জানতে পারছে। ভর্তির রেজিস্ট্রেশন করতে পারছে। জনগণ আয়কর রিটার্ন দিতে পারছেন। প্রবাসীরা টাকা পাঠাতে পারছেন। ই-টেন্ডারিং চালু হয়েছে। এমনি ৭০০ সেবা আমরা সৃষ্টি করেছি।

এই ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই সকল ব্রান্ডের বেসিক মোবাইল হ্যান্ডসেটে পূর্ণাঙ্গ বাংলা কি-প্যাড সংযোজন বাধ্যতামূলক করেছি। এর ফলে সাধারণ মানুষও এসএমএস লিখতৈ পারবেন এবং এর মাধ্যমে ই-সেবা নিতে পারবেন।

            বাংলায় মোবাইল এসএমএস কার্যক্রম বাস্তবায়নে এ-টু-আই সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সুধিবৃন্দ,

আসুন, আমরা সকলে মিলে একুশের চেতনাকে ধারণ করে একটি জ্ঞানভিত্তিক, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

আমি বাংলায় মোবাইল এসএমএস কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা,  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...